Certificate Course in Language Examination- 2024

Bengali

Paper- I

Time: 03 Hours | Full Marks: 80

প্রশ্নের মান দক্ষিণ প্রান্তে উল্লিখিত

১। সন্ধি বিচ্ছেদ করো। (যে-কোনো পাঁচটি) ৫X২ =১০

(ক) পারাবার (খ) চাষাবাদ (গ) শতেক (ঘ) অতীব (ঙ) কাঁচকলা (চ) সংগ্রাম (ছ) শান্তি (জ) রমেশ

২। রেখা চিহ্নিত পদগুলির কারক নির্ণয় করো। (যে-কোনো পাঁচটি) ৫X২ =১০

(ক) পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গেল। (খ) এ কলমে লেখা হয় না। (গ) শিক্ষকমশাই ছাত্রটিকে অঙ্ক করাচ্ছে। (ঘ) রাখাল তখন গরুকে ঘাস খাওয়াচ্ছিল। (ঙ) টাকাটা পকেট থেকে খোয়া গেল। (চ) চৌমাথায় শনিবারের হাট বসে। (ছ) এই শহরে সে নতুন এসেছে। (জ) সে বীণাকে একটি বই উপহার দিয়েছে।

৩। বাগধারাগুলির অর্থ নির্ণয় করে বাক্য রচনা করো। (যে-কোনো পাঁচটি) ৫X২ =১০

(ক) অক্কা পাওয়া (খ) অন্ধকার দেখা (গ) আকাশ-কুসুম (ঘ) অন্ধের লাঠি (ঙ) ঘোড়ার ডিম (চ) দু-নৌকায় পা (ছ) বালির বাঁধ (জ) হ-য-ব-র-ল

৪। প্রবাদ-প্রবচনগুলির অর্থ লেখো। (যে-কোনো পাঁচটি) ৫X২ =১০

(ক) অতিভক্তি চোরের লক্ষণ। (খ) আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া। (গ) কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ। (ঘ) গরু মেরে জুতো দান। (ঙ) দশ চক্রে ভগবান ভূত। (চ) নানা মুনির নানা মত। (ছ) মরা হাতির দাম লাখ টাকা। (জ) অর্থ অনর্থের মূল।

৫। নীচের অংশটি চলিত গদ্যে পরিবর্তন করো। ১০

বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্রবর্তীর মাথায় চট করিয়া একটা নূতন ভাবোদয় হইল; নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড শালকাষ্ঠ মাস্তুলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়া ছিল; স্থির হইল, সেটা সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবে। যে-ব্যক্তির কাঠ আবশ্যককালে তাহার যে কতখানি বিস্ময় বিরক্তি এবং অসুবিধা বোধ হইবে, তাহাই উপলব্ধি করিয়া বালকেরা এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল।

৬। যে-কোনো একটি বিষয়ের উপর রচনা লেখো। ১৫

(ক) শান্তিনিকেতনের উৎসব (খ) শিক্ষক-শিক্ষার্থী পারস্পরিক মূল্যবোধ (গ) মুদ্রিত বই নাকি পিডিএফ (ঘ) তোমার দেখা একটি সিনেমা

৭। নীচের অংশটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও। ১৫

কারাগার হইতে বাহির হওয়ার পর হইতে গোরার কাছে সমস্ত দিন এত লোক সমাগম হইতে লাগিল যে তাহাদের স্তবস্তুতি ও আলাপ-আলোচনার নিশ্বাসরোধকর অজস্র বাক্যরাশির মধ্যে বাড়িতে বাস করা তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল।

গোরা তাই পূর্বের মতো পুনর্বার পল্লীভ্রমণ আরম্ভ করিল। সকালবেলায় কিছু খাইয়া বাড়ি হইতে বাহির হইত, একেবারে রাত্রে ফিরিয়া আসিত। ট্রেনে করিয়া কলিকাতার কাছাকাছি কোনো একটা স্টেশনে নামিয়া পল্লীগ্রামের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিত। সেখানে কলু কুমার কৈবর্ত প্রভৃতিদের পাড়ায় সে আতিথ্য লইত। এই গৌরবর্ণ প্রকাণ্ডকায় ব্রাহ্মণটি কেন যে তাহাদের বাড়িতে এমন করিয়া ঘুরিতেছে, তাহাদের সুখদুঃখের খবর লইতেছে, তাহা তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিত না,

এমন কি, তাহাদের মনে নানাপ্রকার সন্দেহ জন্মিত। কিন্তু গোরা তাহাদের সমস্ত সংকোচ-সন্দেহ ঠেলিয়া তাহাদের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে সে অপ্রিয় কথাও শুনিয়াছে, তাহাতেও নিরস্ত হয় নাই। যতই ইহাদের ভিতরে প্রবেশ করিল ততই একটা কথা কেবলই তাহার মনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে দেখিল, এই সকল পল্লীতে সমাজের বন্ধন শিক্ষিত ভদ্রসমাজের চেয়ে অনেক বেশি। প্রত্যেক ঘরের খাওয়াদাওয়া শোওয়াবসা কাজকর্ম সমস্তই সমাজের নিমেষহীন চোখের উপরে দিনরাত্রি রহিয়াছে। প্রত্যেক লোকেরই লোকাচারের প্রতি অত্যন্ত একটি সহজ বিশ্বাস— সে-সম্বন্ধে তাহাদের কোনো তর্কমাত্র নাই। কিন্তু সমাজের বন্ধনে, আচারে নিষ্ঠায় ইহাদিগকে কর্মক্ষেত্রে কিছুমাত্র বল দিতেছে না। ইহাদের মতো এমন ভীত, অসহায়, আত্মহিত-বিচারে অক্ষম জীব জগতে কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। আচারকে পালন করিয়া চলা ছাড়া আর কোনো মঙ্গলকে ইহারা সম্পূর্ণ মনের সঙ্গে চেনেও না, বুঝাইলেও বুঝে না। দণ্ডের দ্বারা দলাদলির দ্বারা নিষেধটাকেই তাহারা সব চেয়ে বড়ো করিয়া বুঝিয়াছে; কী করিতে নাই এই কথাটাই পদে পদে নানা শাসনের দ্বারা তাহাদের প্রকৃতিকে যেন আপাদমস্তক জালে বাঁধিয়াছে— কিন্তু এ-জাল ঋণের জাল, এ-বাঁধন মহাজনের বাঁধন, রাজার বাঁধন নহে। ইহার মধ্যে এমন কোনো বড়ো ঐক্য নাই যাহা সকলকে বিপদে সম্পদে পাশাপাশি দাঁড় করাইতে পারে। গোরা না দেখিয়া থাকিতে পারিল না যে এই আচারের অস্ত্রে মানুষ মানুষের রক্ত শোষণ করিয়া তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে নিঃস্বত্ব করিতেছে। কতবার সে দেখিয়াছে, সমাজে ক্রিয়াকর্মে কেহ কাহাকেও দয়ামাত্রও করে না। এক জনের বাপ দীর্ঘকাল রোগে ভুগিতেছিল, সেই বাপের চিকিৎসা পথ্য প্রভৃতিতে বেচারা সর্বস্বান্ত হইয়াছে সে-সম্বন্ধে কাহারও নিকট হইতে তাহার কোনো সাহায্য নাই— এদিকে গ্রামের লোকে ধরিয়া পড়িল তাহার পিতাকে অজ্ঞাতপাতকজনিত চিররুগ্নতার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। সে-হতভাগ্যের দারিদ্র্য অসামর্থ্য কাহারও অগোচর ছিল না, কিন্তু ক্ষমা নাই। সকলপ্রকার ক্রিয়াকর্মেই এইরূপ। যেমন ডাকাতির অপেক্ষা পুলিশ-তদন্ত গ্রামের পক্ষে গুরুতর দুর্ঘটনা, তেমনি মা-বাপের মৃত্যুর অপেক্ষা মা-বাপের শ্রাদ্ধ সন্তানের পক্ষে গুরুতর দুর্ভাগ্যের কারণ হইয়া উঠে। অল্প আয় অল্প শক্তির দোহাই কেহই মানিবে না— যেমন করিয়া হউক সামাজিকতার হৃদয়হীন দাবি ষোলো আনা পূরণ করিতে হইবে। বিবাহ উপলক্ষ্যে কন্যার পিতার বোঝা যাহাতে দুঃসহ হইয়া উঠে এইজন্য বরের পক্ষে সর্বপ্রকার কৌশল অবলম্বন করা হয়, হতভাগ্যের প্রতি লেশমাত্র করুণা নাই। গোরা দেখিল এই সমাজ মানুষকে প্রয়োজনের সময় সাহায্য করে না, বিপদের সময় ভরসা দেয় না, কেবল শাসনের দ্বারা নতি স্বীকার করাইয়া বিপন্ন করে।

ক। গোরা পল্লিভ্রমণ করার সময় কী কী লক্ষ্ করতেন? ১০

খ। গোরা কেন পল্লিভ্রমণে যেতেন? ৫

Certificate Course in Language Examination 2024

Bengali

Paper- II

Time: 3 hours

Full Marks : 80

প্রশ্নের মান দক্ষিণ প্রান্তে উল্লিখিত

'ক' গুচ্ছ থেকে তিনটি এবং 'খ' গুচ্ছ থেকে দু'টি প্রশ্নের উত্তর দাও

'ক' গুচ্ছ

যে-কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও

১। শৈশবে লেখকের সন্ধ্যাগুলি কোথায় কাটত? কেমন ছিল সেখানকার পরিবেশ, 'ছেলেবেলা' অবলম্বনে আলোচনা করো। এই রচনায় রাতের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা নিজের ভাষায় লেখো। ২+৮+৬=১৬

২। নীলকণ্ঠবাবুর দুই বন্ধুর স্বভাবের বৈপরীত্য আলোচনা করো। এই দুজনের মধ্যে কে তোমার বেশি প্রিয় ও কেন- তা আলোচনা করো। ৮+৮=১৬

৩।'কয়লার কথা' রচনায় কয়লার জন্ম কীভাবে হয় বলে বলা হয়েছে? কেন সে ভাবছে তার কোনো কদর নেই তার বিবরণ দাও? ৮+৮=১৬

৪। জনক রাজা সীতাকে কীভাবে পেয়েছিলেন ? রামের বিবাহের বিবরণ দাও। ৪+১২=১৬

৫। বিশ্বামিত্র মুনি কেন দশরথের কাছে রামকে প্রার্থনা করেন? রামের পরশুরামের দর্পচূর্ণ করবার বিবরণ দাও। ৪+১২=১৬

'খ' গুচ্ছ

যে – কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও

৬। 'দুই পাখি' কবিতাটি কার লেখা ? পাখি দুটি কে কোথায় বাস করত? তাদের নিজেদের আলোচনার মধ্য দিয়ে কবি কী বলতে চেয়েছেন? ২+২++১২=১৬

৭। 'সুখদুঃখ ' কবিতাটির বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় লেখো। । এ বিষয়ে তুমি কবির ভাবনার সঙ্গে কতখানি একমত আলোচনা করো। ১০+৬=১৬

৮। 'দূরের পাল্লা' কবিতাটিতে কবির বিবরণ নিজের ভাষায় লেখো। কবিতায় কার সঙ্গে কার তুলনা করা হয়েছে ? ১০+৬=১৬

৯। 'সবার আমি ছাত্র' কবিতার কবি কে?' বিশ্বজোড়া পাঠশালা' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন তা সহজ বাংলায় লেখো। ১+১৫=১৬